রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫

নির্বাচন নীতিমালা

১. তফসিল ঘোষণা

১.১ নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৪৫ দিন পূর্বে নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করবে।

১.২ নির্বাচন তফসিলে আচরণবিধি প্রকাশ, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ, ভোটার তালিকায় আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, মনোয়নপত্র বিতরণ, মনোনয়নপত্র দাখিল, মনোনয়নপত্র বাছাই, প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ, ভোটগ্রহণ, ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা প্রভৃতির তারিখ ও সময় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) উল্লেখ থাকবে।

২. ভোটার তালিকা প্রণয়ন

২.১. প্রত্যেক হল কর্তৃপক্ষ উক্ত হলের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষার্থী তালিকা (নাম, আইডি ও বিভাগসহ) প্রণয়ন করে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করবে।

২.২. নির্বাচন কমিশন খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে। খসড়া ভোটার তালিকায় কোনো সংশোধনী থাকলে তা হল কর্তৃপক্ষ/রিটার্নিং অফিসার ও প্রধান রিটার্নিং অফিসারের সহযোগিতায় নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে। যে সকল শিক্ষার্থী স্নাতক/স্নাতক সম্মান শ্রেণির ফলাফল প্রকাশের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন পর্যন্ত মাস্টার্স শ্রেণিতে ভর্তি হয়নি তারা ভোটার হিসেবে তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হবে না।

২.৩. তফসিল ঘোষণার দিন পর্যন্ত যে সকল শিক্ষার্থীর মাস্টার্স ফলাফল প্রকাশিত হয়নি তারা ভোটার হিসেবে তালিকায় অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

২.৪. চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরেও তালিকায় যদি কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তবে তা সংশোধন করার অধিকার নির্বাচন কমিশন সংরক্ষণ করে।

২.৫. নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নিকট তা সরবরাহ করবে।

৩. রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ

৩.১. নির্বাচন কমিশন একজন প্রধান রিটার্নিং অফিসার, প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করবে। হলসমূহের প্রাধ্যক্ষগণকে সংশ্লিষ্ট হলে নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার/প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হবে।

৩.২. নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট হলের রিটার্নিং অফিসারের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করবে।

৪. নির্বাচনের ভোট কেন্দ্র ও ভোট কক্ষ

৪.১. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহে ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

৪.২. ভোটারের সংখ্যা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হলের রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বুথ স্থাপন করবেন।

৫. মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদান

৫.১ শুধুমাত্র রাকসু ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি পদের মনোনয়নপত্র প্রধান রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় (কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়, রাকসু) থেকে নির্দিষ্ট দিনসমূহে প্রকাশিত তফসিল অনুযায়ী সংগ্রহ করা ও জমা দেয়া যাবে।

৫.২ হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট হলের রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে নির্দিষ্ট দিনসমূহে প্রকাশিত তফসিল অনুযায়ী সংগ্রহ করা ও জমা দেয়া যাবে।

৫.৩ রাকসু ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি পদসমূহের জন্য ৩০০/- (তিনশত) টাকা অগ্রণী ব্যাংক, রাবি শাখার ০২০০০২৪২৮২১৭৭ হিসাব নম্বরে প্রদান করে ব্যাংক স্লিপ জমা দিয়ে প্রধান রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় (কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়, রাকসু) থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে।

৫.৪ হল সংসদ নির্বাচনে পদসমূহের জন্য ২০০/- (দুইশত) টাকা অগ্রণী ব্যাংক, রাবি শাখার ০২০০০২৪২৮২১৭৭ হিসাব নম্বরে প্রদান করে ব্যাংক স্লিপ জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট হলের রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় হতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে।

৫.৫ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থীগণ, যাদের নাম হলের ভোটার তালিকায় প্রকাশিত হয়েছে তারা বিভিন্ন পদে প্রার্থী হতে পারবে। প্রস্তাবক ও সমর্থকদের নামও ভোটার তালিকায় থাকতে হবে (গঠনতন্ত্রের ৩নং ধারা মোতাবেক)।

৫.৬ নির্বাচনে কেউ একই সঙ্গে হল সংসদ ও রাকসু উভয়টিতে প্রার্থী হতে পারবে না। তবে হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি অথবা রাকসু ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধির জন্য প্রার্থী হতে পারবে।

৫.৭ রাকসু ও হল সংসদ উভয় ক্ষেত্রেই একজন ভোটার কেবলমাত্র একটি পদের জন্যই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। তবে একজন একাধিক পদের জন্য প্রার্থী হলে তাকে একটি বাদে বাকী সব পদ থেকে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নিতে হবে। অন্যথায় তার সকল মনোনয়ন পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫.৮ কোন প্রার্থী মনোনয়নপত্রে তার ডাক নাম ব্যবহার করতে ইচ্ছুক হলে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় সেই মর্মে একটি লিখিত আবেদন পত্র জমা দিতে হবে।

৫.৯ মনোনয়নপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:

i. NID/জন্ম নিবন্ধনের সত্যায়িত কপি
ii. স্টুডেন্ট আইডি কার্ডের সত্যায়িত কপি
iii. ব্যাংক স্লিপ (টাকা জমাদানের রশিদ)
iv. ভর্তি ও হল-এ প্রদত্ত সর্বশেষ ফি জমাদানের রশিদ
v. ডোপ টেস্টের রিপোর্ট

৫.১০. মনোনয়নপত্রে প্রার্থীসহ প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর প্রয়োজনীয় তথ্য মনোনয়ন ফর্মের নির্ধারিত স্থানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। তথ্য অসম্পূর্ণ থাকলে মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। **হল সংসদের প্রার্থীর প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট হলের ভোটার হতে হবে।**

৬. মনোনয়নপত্র বাছাই, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রার্থিতা প্রত্যাহার

৬.১. বাছাইকৃত মনোনয়পত্র বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে তা সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। যাচাই বাছাই অন্তে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নিবেন।

৬.২. রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন বরাবর আপীল করা যাবে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

৬.৩ রিটার্নিং অফিসার যাচাই বাছাই, আপত্তি গ্রহণ ও আপীল নিষ্পত্তির পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রকাশ করবেন।

৬.৪ প্রার্থীদের তালিকা প্যানেল আকারে জমা হলে লটারীর মাধ্যমে প্যানেলের ক্রমধারা নির্ধারিত হবে। নির্বাচন কমিশন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নামের তালিকা বাংলা বর্ণমালার আদ্যক্ষর ক্রমানুসারে প্রকাশ করবে।

৬.৫ স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিত হয়ে লিখিতভাবে প্রার্থী তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবে। প্রার্থীর স্বাক্ষর ও প্রয়োজনীয় বিষয় নিশ্চিত হয়ে রিটার্নিং অফিসার প্রার্থিতা প্রত্যাহার সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬.৬ কোন পদে প্রার্থী না থাকলে পদটি শূণ্য থাকবে।

৬.৭ চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশকালে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকলে ঐ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

৬.৮ ভোট গ্রহণের পূর্বে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মৃত্যু হলে অবশিষ্ট প্রার্থীগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকবে এবং নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন সম্পন্ন হবে।

৭. ভোট গ্রহণ, ভোট প্রদান পদ্ধতি ও ভোট কেন্দ্রের শৃঙ্খলা

৭.১ নির্বাচনে প্রার্থীদের কোন প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে না। বরং প্রার্থীর নামের পাশে নির্ধারিত বক্সে OMR শীটে ক্রস (X) চিহ্নের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে।

৭.২ ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করতে হবে। কোন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা ডাকযোগে ভোট গ্রহণ করা হবে না।

৭.৩ রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশনায় সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণ দায়িত্ব পালন করবেন।

৭.৪ প্রার্থীদের প্রতি প্যানেলের পক্ষ থেকে প্রতিটি টেবিলে একজন ভোটারকে নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করার জন্য রিটার্নিং অফিসার বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। স্বতন্ত্র প্রার্থীগণও উক্ত পদ্ধতিতে নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করার জন্য আবেদন করতে পারবে।

৭.৫ নির্বাচন কর্মকর্তা ভোটারের পরিচয় জেনে নিশ্চিত হলে স্বাক্ষর / টিপসই নিয়ে OMR শীট/ব্যালট প্রদান করবেন। OMR শীটে ক্রস (X) চিহ্ন কাটাকাটি হলে ঐ অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭.৬ প্রতিবন্ধী ভোটার তার নির্দেশিত ব্যক্তি দ্বারা প্রিজাইডিং অফিসারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবে।

৭.৭ রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য আলাদা আলাদা OMR/ ব্যালট থাকবে। একটি পদের জন্য একটি ভোট এবং নির্বাহী সদস্যদের জন্য সর্বোচ্চ ৪টি ভোট দেয়া যাবে। সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ৫টি ভোট দেয়া যাবে। এ সংখ্যার চেয়ে বেশী হলে সংশ্লিষ্ট পদের ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭.৮ প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্ট ভোটারের সাথে তর্ক - বিতর্ক না করে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি উপস্থাপন করবে। প্রিজাইডিং অফিসার বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৭.৯ কোন OMR শীট/ ব্যালট পেপার ব্যবহার অনুপযোগী হলে (ইচ্ছাকৃত নয়) প্রিজাইডিং অফিসার অন্য একটি OMR শীট/ ব্যালট পেপার ইস্যু করতে পারবেন। নষ্ট OMR শীট/ ব্যালট পেপারটি প্রিজাইডিং অফিসার

স্বাক্ষর করে বাতিল লিখবেন। কোন OMR শীট/ ব্যালট পেপার বাক্সে না ফেললে কিংবা তা পরে পাওয়া গেলে প্রিজাইডিং অফিসার তা স্বাক্ষর করে বাতিল করবেন। সকল নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার সীলমোহর করে আলাদা প্যাকেটে রাখবেন ও রিটার্ন পেপারে তা উল্লেখ করবেন।

৭.১০ প্রধান রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে নির্বাচনী কার্যক্রম যে কোন সময় স্থগিত করতে পারবেন।

৭.১১ নির্বাচনের দিন রিটার্নিং অফিসার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ব্যালট বাক্স অপসারণ, OMR শীট/ ব্যালট পেপার ক্ষতিগ্রস্থ ইত্যাদি কারণে যদি ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা সম্ভবপর না হয়, তাহলে ভোটগ্রহণ স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন বরাবর রিপোর্ট করবেন। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৭.১২ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্তের পরও বেষ্টনীর মধ্যে থাকা ভোটারগণের ভোট গ্রহণ করা হবে। কোন ভোটারকে নির্দিষ্ট সময়ের পরে বেষ্টনীতে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

৭.১৩ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়োগ করা হবে।

৮. ভোট গণনা, ফলাফল ঘোষণা, নির্বাচনী বিরোধ নিস্পত্তি ও নির্বাচনী কাগজপত্র সংরক্ষণ

৮.১. ভোট গ্রহণ শেষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ভোট বাক্স বন্ধ করবেন। সকল ভোট কক্ষের ব্যালট বাক্স সংগ্রহ করে প্রিজাইডিং অফিসার বরাবর জমা দেবেন।

৮.২. প্রার্থী/প্রার্থীর এজেন্টদের সম্মুখে ভোট বাক্স খুলে পৃথক পৃথকভাবে OMR মেশিন দ্বারা গণনা ও সফ্টওয়ার এর মাধ্যমে প্রিজাইডিং অফিসার ফলাফল ফলাফল ডপ্রস্তুত করবেন। প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রেজাল্ট শীটে সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার এবং প্রার্থী/প্রার্থীর এজেন্টদের (কেও উপস্থিত থাকলে) স্বাক্ষর গ্রহণ শেষে সকল ব্যালট পেপার প্যাকেটজাত করে সংরক্ষণ করবেন। গণনাকৃত ভোট যুক্তিসংগত কারণে প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে রিটার্নিং অফিসার পুনঃ গণনা করতে পারবেন। ভোট গণনার ফলাফল শীট প্রস্তুত করে তা প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী/এজেন্টকে প্রদান করা যাবে।

৮.৩ পৃথক পৃথক প্যাকেটে ভোট সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র প্যাকেটজাত করে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করবেন।

৮.৪ রিটার্নিং অফিসার নির্ধারিত ফরমে পদভিত্তিক প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা উল্লেখসহ ফলাফল প্রস্তুত ও স্বাক্ষর করে নির্বাচন কমিশন বরাবর প্রেরণ করবেন।

৮.৫ উক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নির্বাচিত ঘোষণা করবে।

৮.৬ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহনের ৭ দিন পূর্বে নির্বাচন সংক্রান্ত আপত্তি না জানালে তা গ্রহনযোগ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৮.৭ নির্দিষ্ট সময়ের পরে কর্তৃপক্ষ ক্ষেত্রমত নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্র/দলিলাদি সংরক্ষণ/ বিনষ্ট করবেন।

৯. অপরাধ ও দণ্ড

৯.১ যদি কোন শিক্ষার্থী অনৈতিক কর্মকাণ্ডের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়, নির্বাচনী কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করে বা প্রার্থীর চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে, যা সে প্রমাণে ব্যর্থ হয়, মিথ্যা বিবৃতি দেয়, প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে বিবৃতি দেয়, ভোট দানে বিরত থাকতে বাধ্য করে যা আইন ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে গ্রহণীয় নয় এমন কোনো কাজ করে তাহলে ঐ কার্যক্রম নির্বাচনী অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

৯.২. নির্বাচনবিধি লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তি ও তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনবোধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

৯.৩. কোনো প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কেউ নির্বাচন বিধি ভঙ্গ করলে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা জরিমানা, প্রার্থীতা বাতিল অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার অথবা রাষ্ট্রীয়/ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী সকল দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

১০. নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনে এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করতে পারবে।

১১. নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করবে।

১২. নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরল বিশ্বাসকৃত কোন কাজের বিষয়ে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন বা মামলা দায়ের করা যাবে না।

প্রফেসর ড. মো. আমজাদ হোসেন
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫

প্রফেসর ড. মো. নিজাম উদ্দীন
নির্বাচন কমিশনার
রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫

প্রফেসর ড. এফ নজরুল ইসলাম
নির্বাচন কমিশনার
রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫

প্রফেসর ড. মোহা. এনামুল হক
নির্বাচন কমিশনার
রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবদুল হান্নান
নির্বাচন কমিশনার
রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫

প্রফেসর ড. মো. আমিনুল হক
নির্বাচন কমিশনার
রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫

প্রফেসর ড. মোস্তফা কামাল আকন্দ
নির্বাচন কমিশনার
রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫